দৈনিক সংবাদ
ঢাকা : বৃহস্পতিবার, ২৭শে ফাল্গুন, ১৩৯৩

তারিখ 12 MAR 1987

শিক্ষা তথ্য ও ... ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

০৫

কানসোনার মুখ

কাজলরেখা এবং তার 'শিশু শিক্ষা'

দেশের আর সব গ্রামের মতো উল্লাপাড়া উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রাম কানসোনায় পরিবার ও জমির মালিকানা দ্রুত খণ্ডিত হচ্ছে। দিনে দিনে মানুষ বাড়ছে, কিন্তু কমছে জমির উৎপাদন। যারা ক্ষুদ্র চাষী, নতুন ফসল ওঠার পর তা যারা ঘরে রাখতে পারে না, তারা কোন মৌসুমেই পাচ্ছেনা উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য দাম, মজুররা পাচ্ছে না শ্রমের ন্যায্য মজুরি। পাশাপাশি, বিভিন্ন ভাবে গ্রামে গড়ে উঠছে কাঁচা পয়সার মালিক।--- গ্রামে বিদ্যুৎ নেই, নানা সমস্যাকবলিত ভাঙা ঝরঝরে স্কুল থাকলেও সেখানে সর্বস্তরের ছেলে মেয়েরা শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে না, গ্রামে এমনকি সলোপ ইউনিয়নেও নেই কোন স্বাস্থ্য-চিকিৎসা কেন্দ্র। গ্রামে কিশোর যুবকদের খেলাধুলা কিংবা সুস্থ চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা নেই, মাঝে মধ্যে দু'য়েকটা মুক্ত নাটক ছাড়া। টি, ভি নেই, রেডিও থেকে 'বাণিজ্যিক কার্যক্রম' ছাড়া শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান তেমন কেউ শোনেনা, রাজশাহী থেকে প্রকাশিত একটি মাত্র দৈনিক পত্রিকা এখানে ডাকযোগে এসে পৌঁছায় দু'দিন পর, তার পাঠক মাত্র দু'জন। গোটা গ্রামের মানুষ রয়েছে তথ্য শূন্যতায়। ঢাকা-রাজশাহী, এমনকি পাবনা সিরাজগঞ্জের কোন ঘটনা এখানে এসে পৌঁছায় বিচিত্র বিকৃতভাবে। বিস্তারিত হয় গুজবের শিকড়।

৬৮ হাজার গ্রাম বাঁচলে নাকি বাংলাদেশ বাঁচবে। এই বক্তৃতার বাণী কানসোনার মানুষ আজ পর্যন্ত কানে না শুনলেও তারা সমষ্টির জন্যে নয়, প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে যুদ্ধ করে যাচ্ছে শুধু নিজেকে কোনমতে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে। নানা সমস্যা সংকটে, দুঃখ-কষ্টে জীবন যুদ্ধের একেকজন সৈনিক এগিয়ে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, সুস্থ সুন্দর জীবন সেখানে নিরুদ্দেশ, নেই সেখানে কোন সুবর্ণ আগামী।

কানসোনা গ্রামে আছে নানান কুসংস্কার, ক্ষতিকর বিভিন্ন প্রথা, আছে যৌতুক পীড়ন, নারী নির্যাতন, আছে বেকারত্ব। গ্রামে বাড়ছে শ্রেণী বিভাগ, শ্রেণীতে শ্রেণীতে এমনকি একটি পরিবারের মানুষে মানুষেও চলছে শোষণ। ---

গ্রামটিকে মাঠপর্যায়ের কোন কৃষি কর্মী নেই, জন্মশাসন এবং কথিত বুদ্ধিমান হবার ম্যাসেজ এখানে পৌঁছায়নি, নেই স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রম, প্রাইমারী শিক্ষা ব্যবস্থা পড়েছে প্রায় ধসে। নিজস্ব এক পর্যবেক্ষণমূলক জরিপে দেখা যায়, প্রতি দশ জন কিশোর-কিশোরীর মধ্যে মাত্র তিন জন গ্রামের প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি হতে পারছে; কিন্তু এদের মধ্যে মাত্র একজন প্রাইমারী ছাড়িয়ে যেতে পারছে হাইস্কুল পর্যন্ত। দু'জনের পাঠ প্রাইমারী অবস্থাতেই ইতি হচ্ছে। এর মূল কারণ অভাব, এছাড়াও আছে পারিবারিক অবহেলা, শিক্ষার ব্যাপারে অসচেতনতা ইত্যাদি। গরীব পিতা তার ছেলেকে স্কুলে পাঠানোর বদলে পাঠাচ্ছে ভূস্বামীর জমিতে, কাজে। অভাবের সংসারে নগদ পয়সা উপার্জনের যন্ত্র হয়ে উঠছে।

তবু কারো কারো আশা আছে। যেমন স্বামী অবহেলিতা রেজিয়া চায়, সে তার মেয়ে কাজলরেখাকে পড়াবে, নগদে ভর্তি করিয়ে দেবে প্রাইমারী স্কুলে। আর এজন্যে মেয়েটিকে কিনে দিয়েছে এক টুকরো 'শিশু শিক্ষা'। কানসোনার কেবলি সূর্য ওঠা এক চিলতে উঠোনে কাজল রেখাকে পিঁড়িতে বসিয়ে শত দুঃখের রেজিয়া বেগম, কানসোনা গ্রামের এক মা, বলে, পড় কাজলী, পড়।

কাজলরেখা, শিশু শিক্ষার পাতায় কচি আংগুল টিপে টিপে শরীর দুলিয়ে, অস্পষ্ট কন্ঠে উচ্চারণ করতে থাকে, অ আ ক খ, এবং কানসোনার সূর্য তখন চড়া হয়ে ওঠে তর তর করে।

সূর্য ওঠে ডোবে, দিনের পরে আসে দিন, কাজলরেখা ক্রমশঃ বড় হতে থাকে। কিন্তু, কানসোনার পচাগলা সামাজিক ব্যবস্থা ও পরিস্থিতিতে আজকের কাজলরেখা কাহিনীর যোদ্ধা সুলতানা রাজিয়া হবে, নাকি হবে বর্তমানের ভাগ্য বিড়ম্বিতা রেজিয়া বেগমের মতো একজন ?

রেজিয়া বেগমের মেয়ে কাজলরেখা এবং তার 'শিশু শিক্ষা'।—সংবাদ

—মোনাজাতউদ্দিন